০৪ এপ্রিল ২০১৭ খ্রি. তারিখে প্রধানন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠেয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক তথ্য মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে প্রদত্ত নির্দেশনা/প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের ওপর সভার কার্যপত্র

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা	আলোচনা	সিদ্ধান্ত
(ক)	সরকারের প্রচার কাজে মূল সমন্বয়কারী হিসেবে তথ্য মন্ত্রণালয়ের বাজেট বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।	মন্ত্রণালয়ের বাজেট বৃদ্ধির জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ৮৩৮.৬১ কোটি টাকার বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছে। বিদ্যমান সম্প্রচার সক্ষমতা আরও বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। এ বিবেচনায় ২১টি নতুন প্রকল্প অনুমোদনের বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে। প্রকল্পগুলোর জন্য ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ১৭৩.৩০ কোটি টাকা বরাদ্দ, ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ৯২১.২১ কোটি এবং ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ১২২৬.৬৫ কোটি টাকা প্রস্তাব করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক গৃহীত ১০টি উদ্যোগ ব্র্যান্ডিং এর জন্য ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে নিয়মিত বাজেটের অতিরিক্ত হিসেবে ৪ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে বিজ্ঞাপন ও প্রচারখাতে ১০ কোটি টাকার বরাদ্দ রয়েছে। উন্নয়নখাতে বরাদ্দ বৃদ্ধির জন্য সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। সম্প্রচার ও প্রশিক্ষণ অবকাঠামো উন্নয়ন এবং ডিজিটালাইজেশনের ক্ষেত্রে ব্যয় বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে। অনুন্নয়নখাতে বরাদ্দ বৃদ্ধির অগ্রাধিকার প্রাপ্তখাতসমূহ হলো ক্রোড়পত্র প্রকাশ, শিল্পী সম্মানী এবং সাংবাদিক সহায়তা অনুদান প্রদান খাত।	
(খ)	সংসদ টিভি-তে সংসদ চলাকালীন সময় ব্যতিত অন্য সময় উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসসহ শিক্ষামূলক, উন্নয়নমূলক ও উদ্বুদ্ধকরণ অনুষ্ঠান প্রচারের ব্যবস্থা নিতে হবে। সংসদ বাংলাদেশ চ্যানেল ও বিটিভি সময় ভাগাভাগি করে স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানের অনুষ্ঠান সম্প্রচার করবে।	সংসদ টিভিতে সংসদ চলাকালীন সময় ব্যতীত অনুষ্ঠান প্রচার করা বিষয়ে একটি সুচিন্তিত কর্মপরিকল্পনা চূড়ান্তকরণের নিমিত্ত বিটিভির ২৩.০৫.২০১৫ তারিখের আধা-সরকারি পত্রের প্রেক্ষিতে জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের সিনিয়র সচিব-এঁর সভাপতিত্বে গত ২৩.০৭.২০১৫ তারিখে সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মাননীয় চীফ হুইপকে আহবায়ক করে ০৭(সাত) সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়। এটি বলা প্রাসঙ্গিক হবে যে, সংসদ টেলিভিশন সংসদ অধিবেশন সময় ব্যতীত প্রতিদিন বিকাল ৫.০০ ঘটিকা হতে রাত ৮.০০ ঘটিকা পর্যন্ত সম্প্রচার কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। উক্ত সময়ে বাংলাদেশ টেলিভিশন হতে সংগৃহীত বিভিন্ন শিক্ষামূলক, উন্নয়নমূলক ও উদ্বুদ্ধকরণ অনুষ্ঠান সংসদ টেলিভিশনে সম্প্রচার করা হয়ে থাকে। এছাড়া, সম্প্রচারের নিমিত্ত সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের নিকট হতে এতদসংক্রান্ত অনুষ্ঠান/Contents চেয়ে পত্র প্রেরণ করা হলে শিক্ষা, বিদ্যুৎ জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ, স্বরাষ্ট্র, পানি সম্পদ, প্রতিরক্ষা, বস্ত্র ও পাট, পরিবেশ ও বন, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় হতে এতদসংক্রান্ত অনুষ্ঠান/Contents পাওয়া যায়। এছাড়া, তথ্য মন্ত্রণালয়াধীন চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর হতে অনুষ্ঠান/Contents পাওয়া গেছে। ইতোমধ্যে এ সংক্রান্ত অনুষ্ঠান/Contents সংসদ টিভিতে প্রচার করা হচ্ছে।	
(গ)	অবিলম্বে বাংলাদেশ টেলিভিশনের জনবল নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে।	(ক) বিটিভির ১০তম গ্রেডের (সাবেক ২য় শ্রেণির) ১৭টি পদে সরাসরি নিয়োগের জন্য সরকারি কর্মকমিশনে রিকুইজিশন প্রেরণ করা হয়েছে। (খ) ১১ থেকে ১৭তম গ্রেডের (সাবেক ৩য় শ্রেণির) ২৩টি এবং ১৮ থেকে ২০তম গ্রেডের (সাবেক ৪র্থ শ্রেণির) ১৭টি পদ পূরণ করা হয়েছে। তাছাড়া, ১২তম থেকে ২০তম গ্রেডভুক্ত ১১১টি শূন্য পদের নিয়োগ প্রদানের লক্ষ্যে ছাড়পত্রের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।	

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা	আলোচনা	সিদ্ধান্ত
(ঘ)	খুলনা, রাজশাহী, রংপুর ও সিলেটের সাথে অন্য বিভাগীয় শহর বরিশালেও বিটিভির স্টেশন স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	খুলনা, রাজশাহী, রংপুর ও সিলেটের সাথে অন্য বিভাগীয় শহর বরিশালেও বিটিভি'র স্টেশন স্থাপনের লক্ষ্যে চীনের আর্থিক সহায়তায় ১৩৯১.০০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাস্তবায়নের জন্য "বাংলাদেশ টেলিভিশনের ৫টি বিভাগীয় শহরে পূর্ণাঙ্গ টিভি কেন্দ্র স্থাপন (রাজশাহী, খুলনা, সিলেট, বরিশাল ও রংপুর)" শীর্ষক প্রকল্প গত ১৪/০৩/২০১৭ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।	
(ঙ)	বিটিভি ওয়ার্ল্ড চ্যানেলের যথাযথ ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় কর্মপন্থা গ্রহণ করতে হবে।	বিটিভি ওয়ার্ল্ড চ্যানেল যথাযথ ব্যবহারের নিমিত্ত অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে। এ চ্যানেলের জন্য পৃথক জনবলের চাহিদা বিটিভির আধুনিকায়নের সার্বিক প্রস্তাবনা পর্যালোচনা করা হয়েছে।	
(চ)	বিটিভি বাংলাদেশ বেতার এর শিল্পী সম্মানী বাজার অনুযায়ী সম্মানজনকভাবে বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	বিটিভির শিল্পী সম্মানী ৫০% বৃদ্ধি করা হয়েছে। অপরদিকে বাংলাদেশ বেতারের শিল্পী সম্মানী ৯০% বৃদ্ধি করা হয়েছে। **বিষয়টি নিষ্পত্তি হওয়ায় আলোচ্যসূচি হতে বাদ দেয়া যেতে পারে।**	
(ছ)	জাতীয় টেলিভিশন পুরস্কার প্রবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	জাতীয় টেলিভিশন পুরস্কার প্রবর্তনের জন্য বিটিভি কর্তৃক প্রণীত খসড়া নীতিমালা চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে অতিরিক্ত সচিব (সম্প্রচার)কে আহবায়ক করে ০৫ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে উক্ত কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সকল আনুষ্ঠানিকতা অনুসরণপূর্বক প্রস্তাবিত নীতিমালাটি শীঘ্রই চূড়ান্তকরণ সম্ভব হবে মর্মে আশা করা যায়।	
(জ)	চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের ক্যামেরা ক্রয় কার্যক্রম তরান্বিত করতে হবে। অত্যাধুনিক, বহনযোগ্য এবং ডিজিটাল ক্যামেরা ক্রয় করতে হবে।	২০১৪-১৫ অর্থ বছরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীসহ অন্যান্য ভিভিআইপিগণের দৈনন্দিন কার্যক্রম ধারণ ও সংরক্ষণের জন্য ২(দুই)টি অত্যাধুনিক ডিজিটাল সিনেমাটোগ্রাফ ক্যামেরা এবং ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে অনুরূপ আরও ১টি ক্যামেরা সংগ্রহ করা হয়েছে। **বিষয়টি নিষ্পত্তি হওয়ায় আলোচ্যসূচি হতে বাদ দেয়া যেতে পারে।**	
(ঝ)	চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরে ডিজিটাল চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য যন্ত্রপাতি ও সামগ্রী ক্রয়ের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	''চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরে ডিজিটাল চলচ্চিত্র নির্মাণের যন্ত্রপাতি স্থাপন'' শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক এবং সহকারী প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় সিনেমাটোগ্রাফিক ক্যামেরা, UHD ক্যামেরা, পোস্ট প্রোডাকশন ইউনিট এবং স্যুটিং ভ্যান সংগ্রহ করা হবে। প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। অপরদিকে, ডিজিটাল চলচ্চিত্র নির্মাণের পোষ্ট প্রডাকশন ইউনিটের কিছু যন্ত্রপাতি ইতোমধ্যে সংগ্রহ করা হয়েছে। অবকাঠামোসহ যন্ত্রপাতিসমূহ স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে।	
(ঞ)	নবগঠিত চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট এর সাংগঠনিক কাঠামো ও প্রবিধানমালা দ্রুত অনুমোদনের বিষয়টি ত্বরান্বিত করতে হবে।	এ বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ১৪.৫.২০১৫ তারিখের পত্রে সম্মতি প্রদান করেছে। উক্ত সম্মতিপত্রের আলোকে অর্থ বিভাগ ২৬.০৫.২০১৬ তারিখের পত্রে সম্মতি প্রদান করেছে। সম্মতি পত্রের শর্ত মোতাবেক সুপারিশকৃত পদের বেতন স্কেলের ভেটিং এর জন্য গত ০৭.০৮.২০১৬ তারিখে অর্থ বিভাগের বাস্তবায়ন অনুবিভাগে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট এর খসড়া চাকরি প্রবিধানামালা-২০১৬ খসড়ায় স্বাক্ষরপূর্বক ২৩.০১.২০১৭ তারিখে অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। খসড়া চাকরি প্রবিধানমালা সংশোধনপূর্বক পুনরায় প্রেরণের জন্য অর্থ বিভাগ অনুরোধ করে। সে মোতাবেক খসড়া সংশোধনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।	

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা	আলোচনা	সিদ্ধান্ত
(ট)	বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের নতুন সাংগঠনিক কাঠামো দ্রুত অনুমোদন ত্বরান্বিত করতে হবে।	বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের সাংগঠনিক কাঠামোতে বিদ্যমান (৩৯+০৯)=৪৮টি পদের সাথে আরও ৬৮টি নতুন পদ সৃজন করা হয়। কিন্তু অর্থ বিভাগ ৩০টি পদের অনুমতি প্রদান করে। অবশিষ্ট পদসমূহ অনুমোদনের বিষয়টি বিবেচনার জন্য পুনরায় অর্থ বিভাগে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে।	
(ঠ)	জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট এবং বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউটের জন্য সর্বোচ্চ তিন একর জমির মধ্যে উভয় প্রতিষ্ঠানের ব্যবহারের উদ্দেশ্য সমন্বিত সুবিধাদি সৃজনের ব্যবস্থাসহ বহুতল ভবনের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও যৌথভাবে জমি বরাদ্দের প্রস্তাব করা যেতে পারে।	ঢাকা শহরের কল্যানপুরস্থ বাংলাদেশ বেতারের অব্যবহৃত ৬.৯৭ একর জমির মধ্যে ২৫.৯৪ শতাংশ জমি জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটকে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটের জন্য মহিলা ডরমিটরিসহ একটি ১৫ তলা ভবন এবং কর্মচারীদের জন্য একটি আলাদা ১০ তলা ভবন নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্পটির ডিপিপি তথ্য মন্ত্রণালয়ে পাওয়া গেছে। প্রকল্পটি ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে সবুজ পাতায় অননুমোদিত নতুন প্রকল্প হিসেবে অন্তর্ভুক্তির জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্তির পর প্রকল্পটি অনুমোদনার্থে প্রক্রিয়াকরণ করা হবে। বাংলাদেশ বেতারের উক্ত জমি হতে বরাদ্দকৃত ৪.৪৭ একর জমিতে 'বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউটের নিজস্ব ক্যাম্পাস, সুবিধাদি সৃজন এবং মানব সম্পদ উন্নয়ন' শীর্ষক একটি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নকল্পে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের তথ্য মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দবিহীন প্রকল্প হিসেবে তালিকাভূক্ত (সবুজ পাতায়) করা হয়েছে। **বিষয়টি নিস্পত্তি হওয়ায় আলোচ্যসূচি হতে বাদ দেয়া যেতে পারে।**	
(ড)	গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের অধীনে সরকারি ব্যয়ে নির্মানাধীন ফ্ল্যাট বন্টনকালে সাংবাদিক, কবি, সাহিত্যিক ও শিল্পীদের হায়ার পার্চেজের ভিত্তিতে বরাদ্দ প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে। তথ্য মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	এ বিষয়ে গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়কে গত ১৮ জুন ২০১৪ তারিখে পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে এ বিষয়ে আলাদা প্রকল্প গ্রহণের জন্য ১১.০৫.২০১৫ তারিখে সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয় এঁর স্বাক্ষরে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ে একটি আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়। গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের অধীন খুলনা, রাজশাহী ও চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ভবিষ্যতে এ ধরণের প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রদত্ত নির্দেশনা বাস্তবায়ন করা হবে মর্মে জানিয়েছে। জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ সমাপ্ত ও অনুমোদিত প্রকল্পগুলিতে সাংবাদিক, কবি, শিল্পী ও সাহিত্যিকদের জন্য 'বিশেষ পেশা' ক্যাটাগরিতে ৪% হারে অনেককে প্লট/ফ্ল্যাট বরাদ্দ প্রদান করেছে। গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের ২৪/১০/২০১৬ খ্রি. তারিখে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এবং জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা যথাযথভাবে অনুসরণের অনুরোধ জানিয়েছে।	
(ঢ)	মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস তুলে ধরতে এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনার যথাযথ বিকাশে আরো বেশি বেশি মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক অনুষ্ঠান ও চলচ্চিত্র নির্মাণ ও সম্প্রচার/ প্রচার করতে	গণযোগাযোগ অধিদপ্তর কর্তৃক এ বিষয়ে ৩২৫টি চলচ্চিত্র প্রদর্শন ও ৩২৫টি পথ প্রচার করা হয়েছে। ডিএফপি কর্তৃক 'মুক্তিযুদ্ধে নারী' শীর্ষক একটি ফিচার ফিল্মের কাহিনীচিত্র কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন রচনা করেছেন। চলচ্চিত্রটির চিত্রনাট্য নির্মাণ করা হয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে বার্ষিক চলচ্চিত্র নির্মাণ কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস তুলে ধরতে এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনা যথাযথ বিকাশে নিম্নবর্ণিত অনুষ্ঠানসমূহ বিটিভিতে নিয়মিত প্রচার করা হচ্ছে।	

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা	আলোচনা	সিদ্ধান্ত
	হবে।	এছাড়া মাসব্যাপী এ সম্পর্কিত নিম্নোক্ত অনুষ্ঠানমালা প্রচার করা হয়ে থাকে : অনুষ্ঠানের নাম — ব্যাপ্তি — প্রচারক্রম ১. আমাদের মুক্তিযুদ্ধ — ২৫ মিনিট — ১ম, ৩য় ও ৫ম সপ্তাহ, মঙ্গলবার ২. চেতনায় মুক্তিযুদ্ধ — ২৫ মিনিট — ২য় ও ৪র্থ সপ্তাহ, সোমবার ৩. দেশটাকে ভালবেসে — ২৫ মিনিট — সাপ্তাহিক, রবিবার ৪. স্মৃতি-৭১ — ২৫ মিনিট — ১ম সপ্তাহ, সোমবার ৫. মুক্তিযুদ্ধ ও নারী — ২৫ মিনিট — ৪র্থ সপ্তাহ, মঙ্গলবার বাংলাদেশ বেতার মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস তুলে ধরতে এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনার যথাযথ বিকাশে নিম্নোক্ত অনুষ্ঠান প্রচার করেছে: বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা কেন্দ্র থেকে বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশঃ (প্রতি শুক্রবার), ''বিবেকের জাগরণ'' , দর্পণ, মননে মুক্তিযুদ্ধ (প্রতি শনিবার), সোনালী বিকেল (মাসের শেষ শনিবার), অঙ্গনাঃ (প্রতি শনিবার), সুরঞ্জনাঃ (মাসের ২য় শনিবার), ''হৃদয়ে একাত্তর'' (মাসের ১ম শুক্রবার), ''যুবতরঙ্গ'' (প্রতি মঙ্গল ও বুধবার), কবিতায় বঙ্গবন্ধু (প্রতি শনিবার)। বাংলাদেশ বেতার, চট্টগ্রাম কেন্দ্র থেকে আলোকপাত (প্রভাতী ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান), নবকেতন (যুব গোষ্ঠীর জন্য অনুষ্ঠান), মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গান, শিশু-কিশোর মেলা, অনন্যা (মহিলাদের জন্য অনুষ্ঠান), কৃষি খামার ইত্যাদি প্রচার হয়েছে। রাজশাহী কেন্দ্র থেকে যুদ্ধ অপরাধীদের বিচার বিষয়ে সরকারের সাফল্য আলোচনা, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক জারী, গম্ভীরা, আলোচনা, কবিতা, কথিকা, সঙ্গীত, মুক্তিযুদ্ধ আমার অহংকার শিরোনামে ম্যাগাজিন প্রচার হয়েছে। খুলনা কেন্দ্র থেকে হৃদয়ে মুক্তিযুদ্ধ, মুক্তির সৈনিক, কলেম্নাল ইত্যাদি প্রচার হয়েছে। বাংলাদেশ বেতার, সিলেট কেন্দ্র থেকে প্রভতি ম্যাগাজিন 'বিচিত্রি', অহংকারে চির জাগ্রত (মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গ্রন্থিত অনুষ্ঠান), মুক্তিযুদ্ধ আমার অহংকার, সুরমা পারের কথা, ঘরোয়া এবং নবকল্লোল প্রচার হয়েছে। এছাড়া অন্যান্য কেন্দ্র ও ইউনিট থেকে আলোচনা, নাটক, মুক্তির গান, ৭১-এর দিন-রাত্রী, কম্পোজিট আলোচনা, কথিকা, অহংকারে চির জাগ্রত (মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গ্রন্থিত অনুষ্ঠান) অনুষ্ঠানে মুক্তিযোদ্ধার সাথে সাক্ষাৎকার, মুক্তিযুদ্ধে গ্রামীণ নারীদের অবদান ইত্যাদি প্রচার হয়েছে। ফেব্রুয়ারি-২০১৭ মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক ১৮৮টি অনুষ্ঠান প্রচার হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে: কথিকা -৪৪টি, আলোচনা-২০টি, সাক্ষাৎকার-১৮টি, প্রামান্য-১৪টি, ম্যাগাজিন-১৬টি, গ্রন্থনাবদ্ধ অনুষ্ঠান-৪টি, নাটক-২টি, গান-	